বিসর্পিল

অনুরাধা কুণ্ডা

সাপটি খুব মন্থর গতিতে চলে। ওর বহুবর্ণময় পিচ্ছিল ত্বক পাথরের উপর ঘষা খেতে থাকে। এক ধরনেরশান্ত অথচ শক্তিশালী মন্থরতা তৈরী হয়। চোখ খুব কালো। গোল এবং স্থির। মার্বেলের মত চকচকে, প্রাণহীন। অথচ প্রাণময়। মাঝেমাঝে জিভ দেখা যায়। এত কাছের থেকে সাপ রচনা আগে দেখেনি। অথচ কেবল নেটওয়ার্ক তোবহুদিন হলই আছে। ডিসকভারি, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক, সোনি, সাহারা। দেখেনি। সময় হয় না। হয়নি। রাত্রেরদিকে নিয়মিত দু-একটা সিরিয়াল আর সপ্তাহান্তে হিন্দি বা বাংলা ছবি ছাড়া রচনা তেমন টিভির সামনে বসার সুযোগ পায় না। যেমন আজ পেয়েছে। স্কুল ছুটি হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি। মেয়ের হাতে রিমোট। খুব কাছে থেকে টিভি দেখেসে। রচনা বিরক্ত বোধ করে। আর কত বলা যায়! একে তো চোখ খারাপ।

উত্তর আমেরিকার সাপটি ক্রমশ সামনে এগোয়। একটি ইঁদুর সামনে আছে। খবু ছোটো নিরীহ। অদৃশ্য ধারাবিবরণী চলে --- সাপটি ক্ষুধার্ত নয়। বিনা আক্রমণে সে ফণা তোলে না এবং একটু আগে সে প্রচুর পাখির ডিম খেয়েছে। তবু রচনা ইঁদুরটির জন্য ভয় পায়। এর আগে কখনো সে ইঁদুরের জন্য এইরূপ মায়া বোধ করেনি। ক্ষিধে নাথাকা সত্ত্বেও সাপটি হাঁ করলে রচনা দ্রুত উঠে যায়। মাঝখানে করিডোর পার হয়ে রান্নাঘরের দিকে। মেয়েকে বলে---এবার ওঠ। আর টিভি দেখতে হবে না। মেয়ে আরও বেশি সেঁটে যায় টিভিতে।

কষ্ট হয় রচনার। বড্ড মোটা হয়ে গেছে মেয়েটা। এটা ওর রোগ। এই বয়সে এত মোটা, মাত্র সেভেনে পড়ে। থাইরয়েডের সমস্যা আছে। খেলা-ধুলো করতে পারে না। তারপর চোখটা খারাপ। থাক, টিভি দেখুক। শোবার ঘরে যায় রচনা। জানালায় পর্দাদের উড়ে যাওয়া দেখে।

এবং চমকে ওঠে। চমকে ওঠার কোন কারণ ছিল না। দৃশ্যটি খুব সাধারণ। নিলি ঘর মুছচে। ঘরের আনাচকানাচ নিখুঁত করে মোছে মেয়েটা। খুব রোগা, মিশকালো শরীর। মাথায় লম্বা হয়েছে বেশ। ঘর তো রোজই মোছে এইসময়। রচনা স্কুলে থাকে। আজকে চোখে পড়ল। কেমন চকচকে হয়েছে মেয়েটার নাক, চোখ, মুখ। অনায়াসে শরীর লম্বা করে খাটের তলায় ঢুকে গেল, যেন একটি লম্বা, পিচ্ছিল সাপ। মাঝে মাঝে উঁচু করছে---- ঠিক ফণা তোলার মত---সাবলীল, মৃদু। ওর হাতের ঠিনঠিন আওয়াজ হচ্ছে। রচনা স্থিরভাবে তাকিয়ে রইল এবং ভাবল হঠাৎ করে নিলিকে সর্পিণী ভাবার কোন কারণ নেই। কিন্তু নিলির গায়ে মেহগনি বার্ণিশ।

কিছুক্ষণের মধ্যে রচনার ছেলে স্কুল থেকে আসবে এবং বিকাশ অফিস থেকে ফিরবে। ক্লান্ত হয়ে। তার আগে কাঁসার বাটিটা খুঁজতে হবে। অনেকদিন ধরে ভাবছে। কাঁসার বাসনপত্র, যা রচনা বিবাহসূত্রে প্রাপ্ত, বেশিরভাগ লফটে তোলা। দু-একটি বাইরে থাকে। অথচ অদ্রিজা, রচনার মেয়ের জন্মদিনের বাটিটি পাওয়া যায় নি। পায়েস রাখবে, ভেবেছিল রচনা। তার প্রথা অনুযায়ী।

রান্নাঘরের তাকে ঝুঁকে বসে রচনা। ননস্টিক প্যান, কড়াই, তিনটি প্রেশার কুকার, থালা, বাটি সব সরিয়ে খুঁজতে থাকে। রান্নাঘরের তাকে এত ঝুল, এত ধুলো! কি করে নিলি! ক্রমশ বাসনের পাহাড় জমে ওঠে। কাঁসার বাটিটি কিছুতেই দৃশ্যমান হয় না। রচনা ক্লান্ত হতে থাকে। কি খুঁজছে সে? একটা কাঁসার বাটি? যাতে বছরে একদিন সে ছেলেকে বা মেয়েকে পায়স তুলে দেবে? অদ্রিজা টিভি বন্ধ করে উঠে আসে। 'কি খুঁজছো মা?' অনেকদূর থেকেকণ্ঠস্বর ভেসে আসলে যেমন লাগে ঠিক তেমনি। শব্দগুলি কর্ণগোচর হয় মাত্র। বোধ যুক্ত হয় না। অতএব রচনা উত্তর দেয় না এবং ক্রমাগত বাসনের অরণ্যে হারিয়ে যায়। তাকের গভীর খাঁজে অন্ধকার। বস্তুত এই জাতীয় তাকে হাত দিতে রচনার খুব অনীহা। যদি পোকামাকড় থাকে! অথচ সাততলার ফ্ল্যাটে তেমন পোকামাকড় নেই। তারা ছিল রচনার বাপের বাড়িতে। বাসনের তাকে ইঁদুর, আরশোলা। তবু আজও, রচনা ভয় পেতে পেতে ক্লান্তি বোধ করে।অথচ এ বাসনাসমূহ তার-ই।

তারপর খুব চিৎকার করে নিলিকে ডাকে। চিৎকারটি কেমন ফ্যাসফ্যাসে শোনায়। জোরে নির্গত হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। হাওয়া কাঁপতে থাকে। নিলি এসে দাঁড়ায়। রোগা, দীঘল। সবুজ কাঁচের চুড়ি হাতময়। রচনা হাওয়ায় শব্দ ছুঁড়ে দেয়--কাঁসার বাটিটা কোথায়? নিলি খুব আশ্চর্য হয়ে ভ্রূভঙ্গি করে---জানি না তো! কোন বাটি? রচনা ঝলসে ওঠে। রচনার চিৎকারে অদ্রিজা দৌড়ে এসেছে। নিলির পাশে দাঁড়ায়। নিলির চেয়ে বছর খানেকের ছোটো খুব জোর। রচনা চশমা খুলে তাকায়। বেঢপ মোটা মেয়ে। অথচ মুখে কি সরল অভিব্যক্তি। চশমার আড়ালে জ্বলজ্বলে চোখ। অদ্রিজা খুব হাসে। এখনও ওর চোখ হাস্যময়।

এর নাম রচনার রাখা। 'নামে কি এসে যায় রচনা?' বিকাশ পরিহাস করে বলে থাকে। ও জানে রচনা তার নিজের নামটি পছন্দ করে না। 'কে বা কাহারা তোমাকে রচনা করিয়াছে' ---এই জাতীয় বাক্যে রচনা কেবলমাত্র নিজেকে রচিত হতে দেখে এবং অদৃশ্য রচনাকারিকে ভাঙতে চায়। তাকে ভাঙা যায়না বলে সে নিজেকে চূর্ণ করে এবং নিলির কাছে উঠে এসে তার কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে থাকে--- 'বাসনের তাক তো তুই দেখিস, জানিস না বাটিটা কোথায়? শয়তান কোথাকার, চুরি করেছিস, শয়তান...।' নিলির চিবুকে একটি আশ্চর্য ডৌল। পিচ্ছিল, রোগা কাঁধ। বস্তুত 'শয়তান' শব্দটি উচ্চারিত হলে এক ধরনের সবুজ শয়তানি সমগ্র রান্নাঘরে ছড়িয়ে যায়। 'শয়তানি ইলাকা' বলে একটি তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণির ছবি রচনা একবার মিনিট পনেরো দেখেছিল, তার বাসি গন্ধ এই রান্নাঘরে পৌঁছায়। রচনা নিলিকে একটি চড় মারতে উদ্যত হয়।

চড়টি হাওয়ায় আটকে যায়। রান্নাঘর যদিও গুমোট পাশের ঘরে বনবন শব্দে পাখা ঘুরছে। রচনা হাঁফাতেথাকে। নিলি তার হাত ধরে ফেলেছে। মাথায় তারই সমান, হিলহিলে লম্বা কালো, মেহগনি বার্ণিশের মেয়ে। 'গায়েহাত দিবা না, তোমার কাঁসার বাটি নিই নাই আমি।'

রচনা নিলির চোখের দিকে তাকিয়ে থমকে যায়। আর হাঁফায়। বাসনের স্তূপ পা চেপে ধরে। 'তোর মাইনে থেকে বাটির দাম কেটে নেব আমি, বজ্জাত মেয়ে, শয়তানি!' রচনার চোখ বিস্ফারিত হতে হতে শূন্য দেখে। আবারও শয়তানি এলাকা বিস্তৃত হয়। পাথুরে জমি। পত্রহীন রক্ষ গাছ, মসৃণ কালো জলে নিকষ কালো সর্পিনী এবং সর্প সাঁতার কাটে। নিলি হিসহিস করে বলে 'মাইনে কেটে দেখ, কি করি আমি! দাদার নামে বদনাম করে দিব। গাল দিবা না খামকা। চোর না আমি।'

রচনা বিধবস্ত হয় এবং অবাক চোখে নিলির দিকে তাকিয়ে থাকে। অদ্রিজার চেয়ে বছর খানেকের বড়ো। কি অনায়াস শক্ত, সাবলীল বিচ্ছুরণ। তারপর চলে যায়। অদ্রিজা টিভি খুলে বসে। নিলি ঘর মোছে, তারপর বাড়ি চলে যায়।

রাত গভীর হলে নিজস্ব কাপড়ের বাণ্ডিল থেকে নিলি দু একটা করে জিনিস বের করে দেখে। তার মা এবং দুটি বোন, ভাই, বাপ, সকলেই নিদ্রামগ্ন। নিলির পাশে নিলির পিসি ঘুমায়। কানে শোনে না। নিলি পরম মমতায় জিনিসে হাত বোলায়। রচনার ফেলে দেওয়া দু-একটি ঝুটো গয়না, মিনা উঠে যাওয়া, অদ্রিজার জামা পেন এবং সকাল বা সন্ধ্যার সূর্যের মত রক্তাভ কাঁসার একটি বাটি। মসৃণ, শক্ত বাটি। নিলির হাত বাটিটির গায়ে পড়ে থাকে। পরদিন সকালে আবার কাজের বাড়ি। আবার শরীর লম্বা করে খাটের তলা মোছা। সাবানের ফেনার গন্ধ। দিন এবং রাতের মাঝখানে একটি কালো, মেহগনি বার্ণিশের ভাস্কর্য সূর্যকে দুহাতে ধরে রাখে। নিলির মুখে অবিকল অদ্রিজার ন্যায় হাসি।

যেহেতু রচনার সময় কম, বিকাশও ভীষণ ব্যস্ত, এবং রচনা - বিকাশের ছেলে ইংরিজিতে দুর্বল, রচনা বিজ্ঞান শিক্ষিকা, তাই সে স্কুল ফেরত অর্কপ্রভর খাতা নিয়ে আসে। রচনার ছেলে হোমটাস্ক টুকে নেয়। অর্কপ্রভার খাতায় ভুল থাকে না। রচনা নিশ্চিন্ত হয় কিন্তু কাঁসার বাটিটিকে ভুলতে পারে না। নিলি আবারও পিচ্ছিল দক্ষতায় খাটের তলা, আনাচ-কানাচ মুছে যায়। শুধু রচনা দেখে না। দেখেও দেখেনা। অভ্যাসে একটি ব্যবহারিক বৃত্ত তৈরি হলে সে একদিন কাঁসার বাটিটির কথা ভুলে যায়। নিলিও বিকাশের সম্পর্কে কোন বদনাম করে না। ডিসকভারিতে সাপ খুব দেখায়। তারা কখনও মন্থর, কখনও ক্ষিপ্রগতি। সকলেরই চোখ স্থির। দেখলে গা শিরশির করে। তবে অদ্রিজা এখন বেশির ভাগ খেলা দেখে। তার ভাই বা বাবাও তাই।

কাঁসার বাটিটি এখন বন্ধ চ্যানেল। নিলি সংসার পাতলে সে আবার দৃশ্যমান হবে। আপাতত নিলি টাকা জমাচ্ছে। ইঁদুরের অভাব নেই। তাই সে ক্রমাগত সড় সড় করে চলাচল করে, কোন বিঘ্ন ঘটে না।

নিলি জানে এভাবেই বাঁচতে হয়। সে শরীর প্রসারিত করে খাট, ডাইনিং টেবিলের তলা, ঘরের কোণসমূহআরও ভাল করে মুছতে শেখে। অদ্রিজা তার স্থূলদেহ নিয়ে বেশি নড়াচড়া করে না, ডাইনিং টেবলে এক গাদা বই নিয়ে বসে পা দোলায়। এমন করে দোলায় যাতে নিলির গায়ে পা লাগে। এবং হি হি করে। নিলি এই ব্যাপারটা খুবগায়ে না মাখলেও একদিন জোর একটা চিমটি কেটে দেয়।

অদ্রিজা চিৎকার করে ওঠে। 'দাঁড়া মাকে বলে দেব।'

নিলি হাসে—আমার গায়ে পা দিস কেন রোজ? লাথি দিস? আমি মানুষ না? তোদের ঘর মুছি না? আমি তোর মাকে বলব তুই লাথি মারিস। অদ্রিজা ভাবিত হয়। তার উজ্জ্বল চোখ মোটা চশমার কাঁচের আড়ালে চিক্‌চিক্‌করে। চেয়ার থেকে ওঠে। তাতেও কষ্ট। হাঁসফাঁস করে। অদ্রিজা রচনার শয়নকক্ষে চলে যায়। নিলি উদগ্রীব হয়ে মাথা তুলে দেখে।

অদ্রিজা একটি নতুন কাপড়ের টুকরো নিয়ে আসে। ব্লাউজ - পিস। সেলের সময় রচনা একসঙ্গে বেশ কিছু কিনে রেখেছিল। এখনও বানাতে দেওয়া হয়নি। সময় নেই।

'মাকে বলিস না। এইটা নিয়ে নে, জামা বানাবি।'

নিলি কাপড়ের টুকরোটির দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর নিয়ে নিজস্ব প্লাস্টিকের ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেসে অবিলম্বে।

স্কুলে থাকে বলে রচনার এই ঘটনা দৃষ্টি গোচর হয় না। তবে সে চিন্তিত থাকে --- অসুস্থতার জন্য অদ্রিজার অনেক স্কুল কামাই হয়।

মেহগনি বার্ণিশের ভাস্কর্যের গায়ে একখানি হলুদ বাটিকের ব্লাউজ। এই দৃশ্য দেখে সায়াহের সূর্য, কচুরিপানা, পাড়ার উঁকিঝুকি দেওয়া ছেলেছোকরা, সমবয়সিনীরা সকলেই আশ্চর্য হয়। এক হয় বাবুর বাড়ি খুব দয়াবান না হলে মেয়েটা পাকা চোর, এরকম কিছু সিদ্ধান্ত যে কেউ নিয়ে ফেলতে পারে।

তাতে নিলির কিছু আসে যায় না। সে এক আশ্চর্য শক্তি বিকিরণ করে ধীরগতিতে চলতে থাকে। মাঝেমধ্যে মাথা তোলে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com